দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 29 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৮ .....

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর আই কে গুজরাল বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডিলিট (দেশিকোত্তম) প্রদান করেন ছবি-পিআইডি

বিশ্বভারতীর বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সম্মাননার এই মণিহার পদ্মা পারের সকল বাঙ্গালীর

শান্তি নিকেতন হইতে গোলাম সারওয়ার ॥ গতকাল সকালে শান্তি নিকেতনের ঐতিহাসিক 'আম্রকুঞ্জে' আয়োজিত এক উৎসবমুখর বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানসূচক 'ডি লিট' ডিগ্রী গ্রহণ শেষে সমবেত সুধীজনের উদ্দেশে প্রদত্ত এক আবেগময় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেনঃ যে সম্মাননার মণিহার আপনারা আমার কণ্ঠে পরাইলেন, সে

মণিহার পদ্মাপারের পলিমাটিতে ঘুমাইয়া থাকা সকল বাঙ্গালীর। স্বাধীনতার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া উঠা আজকের এবং ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী প্রজন্মের। প্রধানমন্ত্রী অতীতের সকল ব্যর্থতা, অন্যায় আর দীনতাকে পিছনে ফেলিয়া সম্মুখ পানে আগাইয়া যাওয়ার আহবান জানান।

বিশ্বভারতীর চ্যান্সেলর ও ভারতের সাবেক
(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

সম্মানসূচক 'দেশিকোত্তম' ডিগ্রী প্রদান

শান্তি নিকেতন হইতে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ গতকাল মধ্য মাঘের ঈষদুষ্ণ

(২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল প্রধানমন্ত্রীর হাতে 'ডি-লিট'-এর সম্মানসূচক পত্র তুলিয়া দেন। সুচারুরূপে সাজানো ছিমছাম মঞ্চে হালকা রঙের জামদানী শাড়ি পরিহিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বক্ষণ প্রফুল্ল ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাহার ১০ মিনিটের ভাষণে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, তিনি আমাদের প্রাণের কবি, হৃদয়ের ছন্দের কবি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে তাঁহার প্রয়াত পিতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা 'বেদনার্ত গৌরবে' স্মরণ করিয়া বলেন, বঙ্গবন্ধুর আহবানে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল সেই সময় ভারত সরকার, ভারতের জনগণ, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাংলার মানুষ যেভাবে নির্যাতিত মানুষের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছিল উহা আজও আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এসএ মালেক, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কবি শামসুর রাহমান, ফজলুল করিম সেলিম এমপি, শেখ হেলাল এমপি, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এসএ সামাদ ও ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সফি সামি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধান অর্জন হইল মুক্ত চিন্তার দখিন দুয়ার। আইনের শাসনের ভিত্তির উপর নির্মিত অবাধ গণতন্ত্র। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পদ্ধতির স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের দিন আমার এবং আমার সকল প্রিয়জনের পরম উৎসবের দিন। তাই আজ আমাদের কণ্ঠে একই সংগীতের যুগলধ্বনি ঃ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। শেখ হাসিনা বলেন, মনুষ্যত্বের অভ্রভেদি চূড়া বিশিষ্ট এই বিশ্ব নিকেতনের অবারিত প্রাঙ্গণে আমি এবং বাংলাদেশের সকল মানুষ অভিষিক্ত।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার উষালগ্নে আমরা চাহিয়াছিলাম রাজনৈতিক মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি। তিনি বলেন, আমরা রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করিয়াছি। মুক্ত সংস্কৃতি চর্চার লীলাভূমি এখন বাংলাদেশ। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি আমরা আজও সম্পূর্ণ অর্জন করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ আধুনিক বিশ্বে উন্নয়নের এই দুইটি মাত্রা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি অর্জন সম্ভব নয়।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষের প্রতি আমার একটি প্রধান প্রতিশ্রুতি-সকলের জন্য শিক্ষা। বিশেষ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী শিক্ষা। তিনি বলেন, মানবমুক্তির মূলমন্ত্র সামাজিক সুযোগ-সুবিধার সমবন্টন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে আত্মকর্মসংস্থান এবং কৃষিঋণসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নূতন স্পন্দন সঞ্চারিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমরা আশ্রায়ন ও বয়স্কভাতা কর্মসূচী চালু করিয়াছি। তিনি বলেন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস আর খরা বারবার আঘাত হানিয়াছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের মানুষ উহা প্রতিহত করিয়াছে প্রতিবারই অসীম সাহসের সাথে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বভারতী আজ আমাকে তাহাদের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি 'দেশিকোত্তম' প্রদান করিয়াছে। তিনি বলেন, এ সম্মান আমার দেশের জনগণের, আমার দল আওয়ামী লীগের অগণিত ত্যাগী কর্মীর।

সম্মানসূচক দেশিকোত্তম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পূর্বাহ্নে কবিগুরুর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত শান্তি নিকেতনের বিশাল আম্রকুঞ্জের রৌদ্র-ছায়ায় আয়োজিত এক আনন্দমধুর ও অন্তরঙ্গ বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের শীর্ষ বিদ্যাপীঠ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'দেশিকোত্তম' ডিগ্রী প্রদান করিয়াছে। শান্তির অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে দেশে দেশে মৈত্রী ও বন্ধুত্ব প্রসার, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার প্রেরণাদান, স্বৈরাচার সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিজয় অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলনে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি হিসাবে 'বিশ্বভারতী' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আই, কে গুজরালের নিকট হইতে 'দেশিকোত্তম' ডিগ্রী গ্রহণের পর প্রদত্ত এক আবেগময় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেনঃ যে সম্মাননার মণিহার আপনারা আমার কণ্ঠে পরাইলেন, সে মণিহার পদ্মাপারের পলিমাটিতে ঘুমাইয়া থাকা সকল বাঙ্গালীর। স্বাধীনতার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া উঠা আজকের ও ভবিষ্যৎ বাঙালী প্রজন্মের।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে আই কে গুজরাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করিয়া বলেন, তাঁহার দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ফলে ৩০ বছরের জটিল গঙ্গার পানি বন্টন সমস্যার সমাধান হইয়াছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মৈত্রী জোরদার হইয়াছে। বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হইয়াছে।

সকাল ১০টা ২০ মিনিটে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া আসেন চ্যান্সেলর আই, কে গুজরাল ও দিলীপ কে, সিনহা। সমাবর্তন শোভাযাত্রায় তাঁহাদের অনুগামী হন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব বিদ্যা অধিকারী, উপ-কর্মসচিব শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাঁহারা সকলে